কলিকাতা হাইকোর্ট

সম্মাননীয় বিচারকগণ : প্রকাশ শ্রীবাস্তব, প্রধান বিচারপতি, রাজর্ষি ভরদ্বাজ, বিচারপতি

বুলুসিরাজ সাইদালি মোল্লা ও অন্য একজন
বনাম
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

২০২৩ এর ম্যাট ৩৫৭ সহিত ২০২৩ সালের ১ নং ক্যান
তারিখঃ ২৮. ০২. ২০২৩ **সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে**

শ্রী সপ্তংশু বসু, সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্রীজিব চক্রবর্তী, শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ,
শ্রী পরাশর বৈদ্য, শ্রী ডি কর আবেদনকারীদের পক্ষে

শ্রী পীযূষ কান্তি রায় শ্রী সৌরজিৎ মুখোপাধ্যায় ব্যাঙ্কের পক্ষে
শ্রীমতি সীমা অধিকারী শ্রীমতি কাকালি নাস্কার রাজ্যের পক্ষে

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে মহামান্য একক বিচারপতির আদেশের বিরুদ্ধে এই আন্তঃআপিল করা হয়, যেখানে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ২৩৫৪১ নং ডাব্লুপিএ ২০২৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী দুপুর ২ টায় পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যবস্থা করে সুরক্ষিত সম্পত্তি/সম্পত্তির শারীরিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দিতে প্রতিবাদী ২,৩,৫ কে নির্দেশ দিয়ে এটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

নথিতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০২২ সালের ২৬৩৫ নম্বর ডব্লিউপিও-তে প্রতিবাদী -১ দাবি জানিয়েছিলেন যে, আপিলকারী ঋণগ্রহীতা এবং যিনি ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, সেজন্য সারফেসি আইনের আওতায় মামলা দায়ের করা হয় এবং ২০১৪-র ১৬ জুলাই এই আইনের ১৪ নম্বর ধারার আওতায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল নেওয়ার জন্য একটি আবেদন করা হয়।দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক এই আইনের ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী ২০১৭-র ১০ মার্চ এই নির্দেশ জারি করেন।ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে পুলিশের কাছে বারবার আবেদন জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।তাই, রিট পিটিশনে অনুরোধ করা হয়, যাতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১৪ নম্বর ধারার নির্দেশ মেনে

চলার নির্দেশ দেওয়া হয়।মহামান্য একক বিচারক এই প্রার্থনার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সারফেসি আইনের ১৪ নম্বর ধারার আওতায় আবেদনকারী/ঋণগ্রহীতা এবং তার আইনজীবীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ৬০ দিনের মধ্যে আদেশ জারি করার জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন রয়েছে এই ক্ষেত্রে ওই আদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়নি এবং সেটি দিতে বিলম্ব হয়েছে। সুতরাং, এটি প্রয়োগ করা যাবে না এবং মহামান্য একক বিচারপতির সামনে আবেদনকারীদের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আবেদনের বিরোধিতা করে, প্রতিবাদী ব্যাঙ্কের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে যদিও ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে ২, ৬৩, ৬৬৯/- টাকা ২০১৮ সালের ৯ই অক্টোবর পুলিশ খরচ হিসাবে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং মহামান্য একক বিচারপতির সামনে প্রতিবাদীকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

পক্ষগুলির বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর এবং নথিপত্র পর্যালোচনার পর এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, অবিতর্কিতভাবে আবেদনকারী বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং ২০১৭ সালের ১০ই মার্চ এই আদেশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা জারি করা হয়েছিল।আবেদনকারী যে বিলম্বের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন, সেটি মহামান্য একক বিচারক বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহামান্য একক বিচারপতির সামনে আবেদনকারীর এই বিষয়ে আপত্তি জানানোর যথেষ্ট সুযোগ ছিল।নথিতে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালের ২৮শে নভেম্বর আবেদনকারীর বিদ্বান আইনজীবীর উপস্থিতিতে একজন বিজ্ঞ বিচারক এই রিট পিটিশন গ্রহণ করেন এবং এই রিট পিটিশনের সঙ্গে যুক্ত বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হয়।তাই, আবেদনকারীর আইনজীবীর এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না যে, আবেদনকারী আইনের ১৪ নং ধারার অধীনে প্রদত্ত আদেশ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

এরপর, ৩০ জানুয়ারি, ২০২৩, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের সময় মহামান্য একক বিচারক মামলাটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সময়কালে আবেদনকারী আইনের ১৪ ধারার অধীনে আদেশটিকে কোনও আদালতে চ্যালেঞ্জ করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেননি।সুতরাং, এই পর্যায়ে আবেদনকারীর পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া উপযুক্ত নয় যে ধারা ১৪ এর অধীনে প্রদত্ত আদেশটি কোনও আইনি দুর্বলতার শিকার।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহামান্য একক বিচারক এই আদেশের ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেননি।

তাই এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আদেশে হস্তক্ষেপের কোনও কারণ নেই।

তাই এই আবেদন খারিজ করা হল।

সংযুক্ত আবেদনও খারিজ করা হল।

(প্রকাশ শ্রীবাস্তব, সিজে)
(রাজর্ষি ভরদ্বাজ, জে)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.